ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪১৭৩
আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর প্রতিনিধি দলকে মুখ্যমন্ত্রী
জলপথে ছোট ছোট পণ্যবাহী জাহাজ চালানোর উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে আজ সচিবালয়ে মুম্বাই থেকে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর উপ-অধিকর্তা দীপজয় মাস্পিলির নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিনিধি দল সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। এই প্রতিনিধি দলটি মিডিয়া আউটরিচ প্রোগ্রাম অন্তর্গত মিডিয়া ট্যুর কর্মসূচিতে রাজ্য সফরে এসেছেন। সাক্ষাৎকারের সময় প্রতিনিধি দলটি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেন। সাক্ষাৎকারের সময় প্রতিনিধি দলটি রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত হতে চান। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে রাজ্যে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ-কর্মের রূপরেখা প্রতিনিধি দলটির কাছে তুলে ধরেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য সরকারের সদর্থক ভূমিকার বিষয়ে অবহিত করে প্রতিনিধি দলটিকে জানান, রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় এই পর্যন্ত ২লক্ষ ৯ হাজার পরিবারে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সৌভাগ্য যোজনায় ২০১৮ এর ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩৬ হাজার বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী শৌচালয় যোজনার কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্য সরকার এফ সি আই-এর মাধ্যমে রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরাসরি ধান ক্রয় করছে। ১০ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করেছে এবং আরও ৩০ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পায়ণে যুবকরা এগিয়ে আসছে। ইতিমধ্যেই ৮২০টি এন্টারপ্রেনার্স নতুনভাবে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় ৪ হাজার লোকের রোজগারের পথ সুগম হয়েছে। তিনি রাজ্যের উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টিরও উল্লেখ করেন এবং রাবার উৎপাদনে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে কেরালার পরে স্থান রয়েছে বলে প্রতিনিধি দলটির সামনে তুলে ধরেন। রাজ্যে শিল্পপতিদের শিল্প গড়ে তোলার জন্য আগ্রহী করে তুলতে রাজ্য সরকার সিঙ্গেল উইন্ডো সিষ্টেম চালু করেছে। এছাড়া চাকুরীর ক্ষেত্রে স্বচ্ছ নিয়োগনীতি, প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য অটল জলধারা মিশন চালু করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী তাদের অবহিত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধি দলটিকে জনান, ফেনী নদীর উপর নির্মীয়মান সেতুটির কাজ সম্পন্ন হলে সড়ক পথে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। পাশাপাশি সোনামুড়ায় জেটি নির্মাণের মাধ্যমে জল পথেও ছোট ছোট পণ্যবাহী জাহাজ চালানোর জন্য উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। এই জলপথের ব্যবস্থা গড়ে উঠলে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে খরচ কম হবে। ত্রিপুরা লজিস্টিক হাব হয়ে উঠবে। ত্রিপুরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসাবে পরিণত হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধি দলটিকে অবহিত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে পর্যটনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার বিষয়েও প্রতিনিধি দলটির কাছে তুলে ধরেন। রাজ্যের বিভিন্ন আকর্ষনীয় পর্যটনস্থলগুলি নীরমহল, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, ছবিমুড়া, জম্পুইহিল, ডম্বুর, ঊনকোটি ইত্যাদি স্থানগুলির আকর্ষণ সম্পর্কে প্রতিনিধি দলকে অবহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব। তিনি বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির বিষয়টিও তুলে ধরেন। এছাড়া রাজ্যে ছোট ছোট টাউনশিপ গড়ে তোলার পরিকল্পনার বিষয়েও প্রতিনিধি দলকে অবহিত করেন।

****